ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্টে লিটনের খেলা নিয়ে যা বললেন কোচ সিমন্স

ক্রীড়া ডেস্ক

হিপ জয়েন্টের চোটের কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলতে পারেননি বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। আগামীকাল বুধবার শুরু হতে যাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচেও তার খেলা নিয়ে শঙ্কা ছিল। তবে গতকাল সোমবার সংবাদ সম্মেলনে লিটনকে নিয়ে সুখবর দিয়েছেন টাইগারদের হেড কোচ ফিল সিমন্স। সংবাদ সম্মেলনে সিমন্স বলেন, 'আমার জানা অনুযায়ী, লিটন খেলতে পারবে। আগামী দুই দিনে পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে আমি আপনাদের জানাব। তবে এই মুহূর্তে সে খেলার জন্য প্রস্তুত।' এর আগে হিপ জয়েন্টে অস্বস্তির কারণে আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়েকে নিয়ে সদ্য শেষ হওয়া ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে যান লিটন। পূর্ণ কালীন অধিনায়ক হিসেবে ওয়ানডেতে এই সিরিজ দিয়েই যাত্রা শুরু হওয়ার কথা ছিল তার। তবে চোট সেটা হতে দেয়নি। দেশে ফেরার পর স্ক্যান করানো হয়। তাতে কিছু সমস্যা পাওয়া গেলেও সময়মতো ফিট হয়ে উঠছেন লিটন।

সর্বোচ্চ দাম শরিফুলের, ২ কোটিতে তানজিদের সঙ্গে তাসকিন

ডি থ্রি ট্রফি

ক্রীড়া ডেস্ক

আগামী ডিসেম্বরে মাঠে গড়াতে যাচ্ছে বিসিবির নতুন টুর্নামেন্ট ডমেস্টিক থ্রি বা ডি থ্রি ট্রফি। যার শুরুটা হবে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট দিয়ে। টুর্নামেন্টের আগে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিলাম। এই নিলামে সর্বোচ্চ ২ কোটি ৩০ লাখ পয়েন্টে বিক্রি হয়েছেন শরিফুল ইসলাম। আর দুই কোটির বেশি পয়েন্ট দাম উঠেছে তানজিদ ও তাসকিন আহমেদের। শরিফুল ইসলামকে দলে ভিড়িয়েছে সিটিজেন গ্রুপ। তাসকিনের দাম উঠেছে ২ কোটি ১০ লাখ পয়েন্ট। তাকে নিয়েছে ওয়ালটন। আর ২ কোটি পয়েন্টে তানজিদকে নিয়েছে ফরচুন। এছাড়া ফরচুন নাজমুল হোসেন শান্তর জন্য খরচ করেছে ১ কোটি ৫৫ লাখ পয়েন্ট। আর দুই কোটি থেকে ৫ লাখ কমে বিক্রি হন হাসান মাহমুদ। তাকে নেয় ক্লুস্টার। একই দর ওঠে সাইফ হাসানেরও। এদিকে ১ কোটি ৫৫ লাখে ওয়ালটনে খেলবেন লিটন কুমার দাস।

অনেকটা অপ্রত্যাশিত দামে বিক্রি হয়েছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার জাকের আলি অনিক। সিটিজেন তাকে দলে ভিড়িয়েছে ১ কোটি ৭০ লাখ পয়েন্টে। ডানহাতি পেসার খালেদ আহমেদের দর উঠেছে দেড় কোটি। তিনি খেলবেন সেভেন রিংস সিমেন্ট দলে। নিলাম মানেই অর্থের ঝনঝনানি। যে দলের পকেটে যত টাকা থাকে, খেলোয়াড় বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তত সুযোগ থাকে। পছন্দের ক্রিকেটারকেও দলে ভেড়ানো সহজ হয়। তবে বিসিবির নতুন এই টুর্নামেন্টে থাকছে না এই রীতি। ডি থ্রি টুর্নামেন্টে ক্রিকেটার দলে ভেড়ানোর লড়াই হচ্ছে টাকার বদলে পয়েন্টে। প্রসঙ্গত, টুর্নামেন্টের ৬টি দল অ্যাকমি, ফরচুন, ওয়ালটন, সেভেন রিংস সিমেন্ট, সিটিজেনস ব্যাংক এবং ক্লুস্টার। নিলামে সব মিলিয়ে আছেন ২৮১ ক্রিকেটার, এর মধ্যে ২৭৫ জনকে নিয়ে নিলাম হচ্ছে, ৬ জন ক্রিকেটার আইকন ক্রিকেটার হিসেবে ইতোমধ্যে দল পেয়ে গেছেন। নুরুল হাসান সোহান ক্লুস্টার, তাওহীদ হৃদয় ফরচুন, মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত অ্যাকমি, মোহাম্মদ নাঈম শেখ সিটিজেনস ব্যাংক, মুশফিকুর রহিম সেভেন রিংস সিমেন্ট এবং মেহেদী হাসান মিরাজ খেলবেন ওয়ালটনে।

কোচের পদ হারিয়ে যা বললেন আশরাফুল

ক্রীড়া ডেস্ক

হুট করেই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ব্যাটিং কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ আশরাফুলকে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। পরে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যাটিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ সালাউদ্দিনকে। দায়িত্ব হারানোর পর গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আশরাফুল বলেন, 'গতকালই জানলাম। মাগরিবের পর শুনলাম জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের পদ থেকে ব্রিশাম দেওয়া হয়েছে। পরের ৩ মাস যখন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে, তখন জানানো হবে।' পদ হারালেও তার সঙ্গে কোনো অবিচার হয়নি বলে জানিয়েছেন আশরাফুল। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে অবিচার করা হয়নি। বিসিবি নিয়ম অনুযায়ী আমাকে সরিয়ে দিয়েছে। প্রয়োজন হলে বিসিবি আমাকে ভিন্ন জায়গায় কাজে লাগাবে। আমরা যারা কোচ হিসেবে থাকি, তাদের চুক্তিটা এভাবেই হয় যে, ক্রিকেট বোর্ড চাইলে আমাদের অন্য কোথাও কাজ করাতে পারবেন।

বোর্নমাউথের সাথেও জয় পেলো না ম্যানইউ, জয়হীন রইলো টানা ৮ ম্যাচ

ক্রীড়া ডেস্ক

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দুর্দশা যেন কাটছেই না। ঘরের মাঠে বোর্নমাউথের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে মাইকেল ক্যারিকের দল। অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজকে বেঞ্চে রেখেও হার এড়াতে পারেননি ইউনাইটেড কোচ। টানা ব্যর্থতায় এবার তার ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। গত রোববার ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রথমার্ধেই দুই গোল হজম করে ইউনাইটেড। ৩৮ মিনিটে রায়ানের গোলে এগিয়ে যায় বোর্নমাউথ। পাঁচ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মার্কাস টাভারনিয়ের। ৭১ মিনিটে এভানিলসনের গোলে বড় জয় নিশ্চিত করে সফরকারীরা। মাঝসপ্তাহে চ্যাম্পিয়নস লিগে কোমোর কাছে ৪-১ গোলে হারের পর ক্যারিকের কৌশল নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন ফার্নান্দেজ। এর পরই বোর্নমাউথের বিপক্ষে তাকে শুরুর একাদশে রাখেননি ইউনাইটেড কোচ। পুরো ম্যাচে বেঞ্চেই বসে থাকতে হয়েছে পর্তুগিজ মিডফিল্ডারকে। এই হারে লিগে টানা আট ম্যাচ জয়হীন থাকল ইউনাইটেড। আট ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার ১৬ নম্বরে নেমে গেছে দলটি, অবনমন অঞ্চলের ঠিক এক ধাপ ওপরে। ম্যাচ শেষে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তার কথা জানিয়েছেন ক্যারিক। স্কাই স্পোর্টসকে তিনি বলেন, 'পরিস্থিতি কঠিন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সামনে কী হবে, তা আমি জানি না। ক্লাবের জন্য নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে যাব। আমি এই কাজ ভালোবাসি এবং দায়িত্বটাও অনুভব করি। এখন অপেক্ষা করতে হবে।' অধিনায়ক হ্যারি ম্যাগুয়ারও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তার ভাষায়, 'এটি অনেক বড় ক্লাব। প্রতিদিনই প্রমাণ করতে হয়, কেন এই জার্সি পরার যোগ্য আপনি। এই মুহূর্তে খেলোয়াড় হিসেবে আমরা যথেষ্ট ভালো করছি না।'

মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে বিগ ব্যাশ মাতাবেন মুস্তাফিজ

ক্রীড়া ডেস্ক

বিগ ব্যাশের আসন্ন আসরে মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে খেলার প্রস্তাব পয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান। অস্ট্রেলিয়ার এই ঘরোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) চেয়েছেন বাঁহাতি এই পেসার। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আসন্ন বিগ ব্যাশের পুরো মৌসুমেই মেলবোর্নের হয়ে খেলতে দেখা যাবে এই পেসারকে। বিসিবিও তাকে ছাড়পত্র দিচ্ছে বলে জানা গেছে। যে কারণে বিসিবির নতুন টুর্নামেন্টের টি-টোয়েন্টি সংস্করণে দেখা যাবে না তাকে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে অবশ্য মোস্তাফিজের অভিজ্ঞতার কমতি নেই। আইপিএল, পিএসএল, বিপিএল, আইএলটি২০, এলপিএল ও ইংল্যান্ডের ভাইটালিটি ব্লাস্টে খেলেছেন তিনি। এবার যুক্ত হতে যাচ্ছে সেই তালিকায় বিগ ব্যাশও। এ ছাড়া বিগ ব্যাশের পুরো মৌসুম খেলবেন রিশাদও। আসন্ন আসরে এবারো তিনি খেলবেন হোবার্ট হ্যারিকেন্সে। পুরো আসর খেলার কারণে ডি থ্রির টি-টোয়েন্টি সংস্করণে খেলা হবে না রিশাদেরও।

বার্সাকে ভিনির খোঁচা

ক্রীড়া ডেস্ক

এল ক্লাসিকোতে খেলা হয়নি ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের। চার ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কাটাচ্ছেন তিনি। ভিয়ারিয়ালের নাথান সালিবার চুল টেনে ধরার শাস্তি ভোগ করছেন রিয়াল মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড। বার্সেলোনার বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে না খেললেও খোঁজ খবর রেখেছেন ভিনিসিয়ুস। স্টেডিয়ামের বাইরে থেকে খেলা দেখেছেন বলে গণমাধ্যমের খবর। তার দল ২-১ গোলে জয় নিশ্চিত করতেই বার্সাকে খোঁচা দেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ক্লাসিকো জয়ের আনন্দ ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়ে উদযাপন করেছেন ভিনিসিয়ুস। ম্যাচ শেষ হতেই তিনি তিনটি হাসির ইমোজি দেন। মনে করা হচ্ছে, যারা এই প্রতীক্ষিত ম্যাচে বার্সাকে এগিয়ে রেখেছিলেন, তাদেরকে তিনি এই ইমোজি দিয়ে উপহাস করেছেন।

এমবাপের জোড়া গোলে এল ক্লাসিকোতে জয় পেলো রিয়াল

ক্রীড়া ডেস্ক

স্প্যানিশ লা লিগায় বছরের প্রথম এল ক্লাসিকোতে বার্সোলোনাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। এতে করে বার্সা চলতি মৌসুমে প্রথম হারের স্বাদ পেয়েছে। হারলেও বার্সার শীর্ষস্থান অক্ষুন্ন আছে। তাদের পয়েন্ট ২৯। কিন্তু এল ক্লাসিকোতে জয়ের মাধ্যমে রিয়াল তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বির চেয়ে মাত্র তিন পয়েন্টে কম নিয়ে তৃতীয়স্থানে অবস্থান করছে। ম্যাচের প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময়ে শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে নেন কিলিয়ান এমবাপে। যদিও এ গোলের ক্ষেত্রে এমবাপের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব বার্সার ভুলের। ম্যাচের ৪১ তম মিনিটে ইয়ান দিওমান্দের ক্রস ঠিকঠাক ক্লিয়ার করতে পারেননি ডিফেন্ডার মার্টিন। ঠিক ওই সময় বল এসে লাগে এমবাপের পায়ে। পরে ওই বলই ঢুকে যায় জালে। আর ওই সময় বার্সাল গোলকিপার শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৬১ মিনিটে রাফিনহার গোলে বার্সা সমতায় ফিরেছিল। তবে ৮৭ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে রিয়ালকে আবারও এগিয়ে নেন ফরাসি সুপারস্টার। রিয়ালের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন গোলরক্ষক আন্দ্রে লুনিনও। নিয়মিত গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া অসুস্থ থাকায় মূল একাদশে সুযোগ পান ইউক্রেনীয় এই গোলরক্ষক। ৬৫ মিনিটে জেরার্ড মার্টিনের হেড থেকে বার্সেলোনার নিশ্চিত গোলের সুযোগ ঠেকিয়ে দেন তিনি। এর আগে প্রথমার্ধেও দুর্দান্ত একটি সেভ করেন লুনিন। এমবাপের জোড়া গোল ও লুনিনের গুরুত্বপূর্ণ সেভে শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল মাদ্রিদ। এই ম্যাচের মাধ্যমে বার্সার লক্ষ্য ছিল লা লিগার শুরুর দিকেই একটানা সর্বোচ্চ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড গড়া। তারা যদি ম্যাচটি জিতত তাহলে টানা ১০ ম্যাচে জয়ের অনন্যবদ্য রেকর্ড গড়ত। রিয়াল মাদ্রিদ ১৯৬৮-৬৯ মৌসুমের প্রথম ৯টি ম্যাচের সবগুলোতে জয় পেয়েছিল।

বি নো দ ন

'লাইফ ইজ বিউটিফুল'র পর 'আহারে জীবন'-এ আবুল হায়াত-ডলি জহুর

আমার বার্তা বিনোদন

কিছুদিন আগেই প্রচারে এসেছে বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনের দুই জীবন্ত কিংবদন্তী অভিনয়শিল্পী আবুল হায়াত ও ডলি জহুর অভিনীত দেশের খ্যাতিমান, গুনী নাট্যনির্দেশক চয়নিকা চৌধুরী পরিচালিত 'লাইফ ইজ বিউটিফুল' নাটকটি। এই নাটকে দুই কিংবদন্তী শিল্পীর অভিনয় দর্শককে যথারীতি মুগ্ধ করেছে। নাটকে আবুল হায়াত আর ডলি জহুরের উপস্থিতি মানেই এই নাটকের প্রতি দর্শকের প্রত্যাশা বেড়ে যায় অনেক। 'লাইফ ইজ বিউটিফুল'র পর চয়নিকা চৌধুরী আবারো তাদের দু'জনকে নিয়ে নতুন আরো একটি নাটক নির্মার্ণ করলেন। নাটকের নাম 'আহারে জীবন'। নাটকটি রচনা করেছেন শফিকুর রহমান শান্তনু।

নাটকের আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইরফান সাজ্জাদ ও সুনেরাহ বিনতে কামাল। এরইমধ্যে নাটকটির দৃশ্য ধারনের কাজ শেষ হয়েছে বলে জানান চয়নিকা চৌধুরী। চয়নিকা চৌধুরীর ভাষ্যমতে তারই পরিচালনায় আবুল হায়াত প্রায় আড়াই শত এবং ডলি জহুর দুই শতাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। আবুল হায়াত ও ডলি জহুরও চয়নিকা চৌধুরীর পরিচালনায় বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। চয়নিকা চৌধুরী বলেন,' আমার পরিচালনায় এই দুই কিংবদন্তী শিল্পী আমার শত শত নাটকে অভিনয় করেছেন, এটা যে আমার কতো বড় এবং পরম সৌভাগ্য তা বলে বুঝানো যাবেনা। আমি দু'জন শিল্পীর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা আমাকে সবসময়ই আপ্লুত করে।' আবুল হায়াত বলেন,' চয়নিকা চৌধুরী একজন অভিজ্ঞ পরিচালক। নিঃসন্দেহে তার কাজ আমি ভীষণ উপভোগ করি। আর ডলির সঙ্গে বহুদিন ধরে কাজ করছি, যে কারণে তারসঙ্গে আমার কাজের বোঝাপড়াটা ভালো। আমরা একে অপরকে বেশ ভালো বুঝি। সত্যি বলতে কী আমার সহশিল্পী আমার অভিনয় কীভাবে রিসিভ করে তার রিঅ্যাকশান দেবেন এটা খুউব গুরুত্বপূর্ণ। আহারে জীবন-নাটকটির গল্প সুন্দর। আশা করছি ভালোলাগবে দর্শকের।' ডলি জহুর বলেন,' হায়াত ভাইয়ের সঙ্গে অভিনয় করতে আমি ভীষণ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, ভীষন আরামবোধ করি। তাকে আমি খুব সহজে বুঝতে পারি, তিনিও আমাকে সহজে বুঝতে পারেন। মূলকথা আমাদের মধ্যে কাজের বোঝাপড়াটা চমৎকার। যথারীতি আহারে জীবন-নাটকেও আমাদের অভিনয় দর্শকের ভালোলাগবে। আর চয়নতো আসলে আমাদের নিজেদের মানুষ। তার পরিচালনায় অসংখ্য নাটকে অভিনয় করেছি। চয়নের নাটক মানেই একটা আলাদা ভালোলাগা কাজ করে নিজের ভেতর। চয়নকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের অভিনয় জীবনের সাথে বহুবছর সম্পৃক্ত থাকার জন্য একজন পরিচালক হিসেবে।' চয়নিকা চৌধুরী জানান, নাটকটি শিগগিরই প্রচারে আসবে 'রঙ্গন'-এ। উল্লেখ্য, আবুল হায়াত ও ডলি জহুর অভিনীত প্রচারে আসা সর্বশেষ নাটক 'দাদী ভয়ংকর'।

গোলাপি পোশাকে জয়ার নজরকাড়া ফটোশুট

আমার বার্তা বিনোদন

রুপালি পর্দায় অভিনয় দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করা জয়া আহসানের ব্যক্তিত্বের আরেকটি দিকও বরাবরই আলোচনায় থাকে। পর্দার ঝলমলে জগতের বাইরে নিজের মতো করে সময় কাটাতে ভালোবাসেন তিনি। প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও সচরাচর খুব বেশি কথা বলেন না এই অভিনেত্রী। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার উপস্থিতি ভক্তদের জন্য নিয়ে আসে নানা মুহূর্তের খবর। বয়সের হিসাব যতই এগিয়ে চলুক, সৌন্দর্যে যেন সময়কে থমকে দেওয়ার নাম জয়া আহসান! গোলাপি আভায় মোড়ানো স্যাটিনের পোশাক, খোলা চুলের ঢেউ আর মায়াবী অভিব্যক্তিতে নতুন ফটোশুটে ধরা দিলেন এই অভিনেত্রী। ছবিগুলোর সঙ্গে দেওয়া ক্যাপশনে জয়া লিখেছেন, 'গোলাপির ছোঁয়া, ঝামেলার শেষ নেই।' শেয়ার করা ছবিতে তাকে দেখা গেছে হালকা গোলাপি আভাযুক্ত স্যাটিনের পোশাকে। খোলা চুলের ঢেউ, নরম সাজে ছবিগুলোতে ফুটে উঠেছে তার স্বতন্ত্র ফ্যাশন-ভাবনা। কখনো টেবিলে ভর দিয়ে, কখনো চেয়ারে বসে ক্যামেরার সামনে ভিন্ন ভঙ্গিতে ধরা দিয়েছেন অভিনেত্রী। এদিকে কমেন্ট বক্সে নেটিজেনরা জয়ার রূপের বেশ প্রশংসা করেছেন। একজন নেটিজেন লিখেছেন, 'ছবি যখন কথা বলে।' আরেকজন লিখেছেন,'আপনি দিন দিন আরো সুন্দর হয়ে যাচ্ছেন।'

জন্মদিনে গ্ল্যামারাস রূপে ধরা দিলেন দীঘি

আমার বার্তা বিনোদন

গতকাল সোমবার ছিলো ঢালিউডের চিত্রনায়িকা প্রার্থনা ফারদিন দীঘির জন্মদিন। বিশেষ এই দিনটির প্রথম প্রহর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় ভাসছেন তিনি। নিজের জন্মদিনের প্রথম প্রহরে একটি আকর্ষণীয় ভিডিও শেয়ার করেছেন দীঘি। আর তাতে রীতিমতো তাজ্জব বনে গেছেন তার ভক্তরা। এদিন দীঘিকে দেখা গেছে নতুন এক গ্ল্যামারাস রূপে। সঙ্গে চোখে-মুখে ছিল আবেদনময়ী ভঙ্গি। মোমবাতি ও ফুল নিয়ে যেন এক রাজকীয়, নান্দনিক আয়োজন! টেবিলজুড়ে জ্বালানো লম্বা সাদা মোমবাতি, মোমবাতির স্ট্যান্ডে ঝুলে থাকা মুক্তার মালা; এমন পরিবেশেই দেখা মিলল দীঘিকে। পরনে হালকা নীল রঙের স্টাইলিশ খোলা গাউন। চুলগুলো পরিপাটি করে খোপা করা, যার সাথে মানানসই মেকআপ; সঙ্গে হাতের ঘড়িটিও ছিল নজরকাড়া। ৩০ সেকেন্ডের সেই ভিডিওর বিভিন্ন ফ্রেমে দীঘিকে কখনো হাতে সূর্যমুখী ও গোলাপের বিশাল এক ফুলের তোড়া ধরে পোজ দিতে, কখনো মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিভাতে। ভিডিওতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটি বার্থডে স্পেশাল মিউজিকও। ক্যাপশনে উল্লেখ করে দিয়েছেন, 'কিছুই না, এটা শুধু আমার জন্মদিন।' এমন আবহে দীঘির আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি ও আবেদনময়ী এক্সপ্রেশন নজর কেড়েছে সবার। তাই মন্তব্য ঘরে ভক্তদের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় সিক্ত হন এই অভিনেত্রী। একটা সময়ের সেই মিষ্টি শিশুশিল্পী থেকে আজকের চিত্রনায়িকা হয়ে ওঠার যাত্রা দীঘির ভক্তদের কাছে অজানা নয়।

কিংবদন্তীদের গান দিঠি'র কণ্ঠে

অভি মঈনুদ্দীন

একজন সঙ্গীতশিল্পী হিসেবেই দিঠি আনোয়ার শ্রোতা সমাদৃত দেশে বিদেশে। এর পাশাপাশি তিনি উপস্থাপনাতেও অনন্য। একটা সময় তিনি টানা পাঁচ বছর আরটিভিতে প্রচার চলতি সঙ্গীত বিষয়ক অনুষ্ঠান 'এই রাত তোমার আমার'-এর উপস্থাপনা করেছেন। পরবর্তীতে অন্যান্য কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করে আরো বেশি ব্যস্ত হয়ে যাবার কারণে 'এই রাত তোমার আমার' অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন। তবে আরটিভির আমন্ত্রণে এই অনুষ্ঠানে এরপর বহুবার গান গেয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় এবার আবারো 'এই রাত তোমার আমার' অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণে গত ২৫ অক্টোবর আরটিভির নিজস্ব স্টুডিওতে বাংলাদেশের দুই জীবন্ত কিংবদন্তী সঙ্গীতশিল্পী রুনা লায়লা ও সাবিনা ইয়াসমিনের জনপ্রিয় চারটি গান পরিবেশন করেছেন। গানগুলো হলো 'আনারকলি' সিনেমায় গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা, সত্য সাহার সুরে সাবিনা ইয়াসমিনের গাওয়া 'ফুল যদি ঝরে গিয়ে আজকে রাতে', 'বসুন্ধরা' সিনেমায় গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা ও সত্য সাহার সুরে সাবিনা ইয়াসমিনের গাওয়া 'রঙধনু ছড়িয়ে চেতনার আকাশে', 'মেহমান' সিনেমায় গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা, আনোয়ার পারভেজ-এর সুরে রুনা লায়লা ও খন্দকার ফারুক আহমেদ-এর গাওয়া 'প্রেম যেন এক ছোট্ট চিঠি' এবং 'মানসী' সিনেমায় গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা ও আনোয়ার পারভেজ-এর সুর রুনা লায়লার গাওয়া 'মন চায় প্রতিদিন তুমি আমি একদিন' গানগুলো গেয়েছেন দিঠি আনোয়ার। দিঠি আনোয়ার বলেন, 'একটা সময় এই রাত তোমার আমার অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করতাম। টানা পাঁচ বছর এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করে আমি দেশ বিদেশ থেকে ভীষণ সাড়া পেয়েছি। এখনো অনেকেই আমাকে এই অনুষ্ঠানের উপস্থাপনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধও করেন। তবে এখন আসলে আনুষঙ্গিক অনেক কাজে এতো ব্যস্ত থাকি যে উপস্থাপনা খুউব বেশি করার সুযোগ নেই। তাছাড়া আমার নিজেকে নিয়ে বিশেষ কিছু পরিকল্পনা আছে, যে কারণে আমাকে সেখানেও সময় দিতে হয়। আরটিভি আমার অন্যতম ভালোলাগার চ্যানেল। তারা নিমন্ত্রণ করলে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করার চেষ্টা করি। এবারের আয়োজনে আমাদের দেশের দুই জীবন্ত কিংবদন্তী শিল্পী শ্রদ্ধেয় রুনা আন্টি ও শ্রদ্ধেয় সাবিনা আন্টির গান পরিবেশন করেছি। যথারীতি সবগুলো গানই আমার আব্বুর লেখা। আমার পরম সৌভাগ্য এটাই যে যখন যে চ্যানেল গান গাইতে যাই বা গিয়েছি দেখা যায় যে সবগুলো গান কিংবা প্রায় সবগুলো গানই আব্বুর লেখা। তখন আসলে গান গাওয়ার প্রতিও একটা আলাদা মায়া কাজ করে। যেন আব্বু এই গানগুলোর মধ্যে, গানের কথার মাঝেই বেঁচে আছেন। ধন্যবাদ আরটিভিকে।'